সত্যের সন্ধানে নিভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
১১/০৮/২০১৫

শ্রমিকদের বোনাস দিতে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন চায় ব্যবসায়ীরা

যুগান্তর রিপোর্ট

দুই ঈদ কিংবা অন্য কোনো উৎসবে বেতনের বাইরে শ্রমিকদের বোনাস প্রদানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন দাবি করেছে নিট পোশাক শিল্প মালিকদের এ সংগঠন বিকেএমইএ। আরএমজি খাতে অনাকাঙ্ক্ষিত শ্রম বিশৃংখল পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যই ঈদ বোনাস বা উৎসব ভাতা প্রদানে স্থায়ী একটি গ্রহণযোগ্য কাঠামো নির্ধারণের এ আহ্বান রাখে।

সংগঠনটি সোমবার এক পাঠানো বিবৃতিতে এ বিষয়ে আরও জানায়, বোনাস প্রদানের বিষয়ে সর্বজন নির্ধারিত একটি কাঠামো তৈরি করা গেলে সব ধরনের বিশৃংখলা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তবে বেতনের বাইরে প্রদান করা ওই টাকা উৎসব ভাতা, না উৎসব বোনাস কিংবা অন্য কোনো নামে অভিহিত করা হবে— এ বিষয়টির একটি নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। এ জন্য বাণিজ্যমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক, শিল্প পুলিশের মহাপরিদর্শকের প্রতি জোরালো আহ্বান রেখেছেন বিকেএমইএ সভাপতি একেএম সেলিম ওসমান। তিনি জানান, বিষয়টি নির্ধারণে প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়, বিকেএমইএ, বিজিএমইএ, বিটিএমএ, শ্রমিক প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে একটা আলোচনা আয়োজনও করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত শ্রম আইন বা ওয়েজবোর্ডের বেতন কাঠামোতে এ খাতের শ্রমিকদের জন্য ঈদ বোনাস প্রদানের কোনো বিধান নেই। কিন্তু তারপরও অনেক শিল্প উদ্যোক্তাই মানবিক বিষয় বিবেচনায় নিয়ে শ্রমিকদের ঈদের আগে বেতনের পাশাপাশি অতিরিক্ত কিছু টাকা প্রদান করে থাকে।

অথচ কোনো কারণে এ অতিরিক্ত দেয়া টাকার পরিমাণ শ্রমিকের মনপূত না হলে, সেই কারখানাতে শ্রম বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছে। আর একটি কারখানাতে শ্রম বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে, তা ক্রমান্বয়ে অন্যান্য কারখানাগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই পুরো শিল্প খাতেই একটি অনিশ্চয়তা তৈরি হয় বলে বিকেএমইএ'র দাবি।

এমন পরিস্থিতিতে বিকেএমইএ মনে করে, যেহেতু শ্রমিকদের বেতন কাঠামো নির্ধারণের জন্য একটি ওয়েজবোর্ড রয়েছে, শ্রম আইন রয়েছে এবং একই সঙ্গে বর্তমানে শ্রম বিধিমালাও তৈরি হচ্ছে। তাই স্পর্শকাতর এ বিষয়টি নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকলে আরএমজি খাতে শ্রমবিশৃংখল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না।